Name of Beel :

Time Line of beel Resources

Issues / Years (Past twenty years)	Habitat	Biodiversity	Access	Conflict	Production	Extraction
১৯৭৫-৮০	বিলের আসে পাশে তেমন কোন জলজ বৃক্ষের বাক ছিল না। তবে জলজ গুল্ম ও চাইল্লা বনের প্রার্চুযতা ছিল। বিলটিতে প্রানী , উদ্ভিদ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব অনুজীব, প্রাথমিক মাধ্যমিক ও টারশিয়ারী খাদকের নিবিড় সম্পর্ক ছিল । ফলে সকল প্রানীর বৃদ্ধি ও আবাসের একটি সুন্দর পরিবেশ ছিল।বিলে বর্ষাকালে পানি থাকত প্রায় ১৮-২০ এবং শুষ্ক মৌসুমে প্রায় ৬-৭ ফুট পানি থাকত। বিলের মাঝ খানটা ছিল মাছের জন্য একটা অভয়াশ্রম ছোট বড় নানা দেশী মাছের সমারহ অন্যান্য জলজ প্রানী ও পাখি বাস করত।	বিলটিতে সব ধরনের প্রানী যেমন মাছ পাখি অন্যান্য জলজ প্রানী ও গাছপালার একটি সমারহ ছিল। এতে করে কোন প্রানীরই খাবার এবং বাসস্থানের উপর কোন বিরুপ বা অসহনীয় প্রভাব ছিল না। সকল প্রানীর একটি আবাস ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিতি ছিল। শীতকালে অনেক অতিথি পাখি সমাগম হত।	বাহিরের লোক স্থানীয় প্রশাসন থেকে লীজ গ্রহন করে মাছ চাষ করত। সাধারণ মানুষের মাছ ধরা বা অন্যান্য কাজে বিলটি ব্যবহারের সুযোগ ছিল না।	কোন দ্বন্দ্ব ছিল না।	বিল থেকে প্রায় ৫০-৬০ মন মাছ পাওয়া যেত।	বর্ষাকালে বড় ফাসের জাল দিয়ে মাছ ধরা হত। শুষ্ক মৌসুমে ঠেলাজাল, উড়াজাল , বেরজাল দিয়া মাছ ধরা হত।
১৯৮০-৮৫	বিলের আসে পাশে তেমন কোন জলজ বৃক্ষের বাক ছিল না। তবে জলজ গুল্ম ও চাইল্লা বনের প্রার্চুযতাও দিন দিন কমতে থাকে। বিলটিতে প্রানী , উদ্ভিদ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব অনুজীব, প্রাথমিক মাধ্যমিক ও টারশিয়ারী খাদকের নিবিড় সম্পর্ক ছিল । ফলে সকল প্রানীর বৃদ্ধি ও আবাসের একটি সুন্দর পরিবেশ ছিল।বিলে বর্ষাকালে পানি থাকত প্রায় ১৫-১৬ এবং শুষ্ক মৌসুমে প্রায় ৬-৭ ফুট পানি থাকত। বিলের মাঝ খানটা ছিল মাছের জন্য একটা অভয়াশ্রম মত ছোট বড় নানা দেশী মাছের সমারহ অন্যান্য জলজ প্রানী বাস করত।	বিলটিতে সব ধরনের প্রানী যেমন মাছ পাখি অন্যান্য জলজ প্রানী ও বনের একটি সমারহ ছিল। এতে করে কোন প্রানীরই খাবার এবং বাসস্থানের উপর কোন বিরুপ বা অসহনীয় প্রভাব ছিল না। সকল প্রানীর একটি আবাস ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিতি ছিল। শীতকালে অনেক অতিথি পাখি সমাগম হত।	বাহিরের লোক স্থানীয় প্রশাসন থেকে লীজ গ্রহন করে মাছ চাষ করত। সাধারণ মানুষের মাছ ধরা বা অন্যান্য কাজে বিলটি ব্যবহারের সুযোগ ছিল না।	কোন দ্বন্দ্ব ছিল না।	বিল থেকে প্রায় ৪০-৫০ মন মাছ পাওয়া যেত।	বর্ষা মৌসুমে কোনা জাল ও কারেন্ট জাল দিয়ে মাছ ধরা শুরু হয়। শুষ্ক মৌসুমে ঠেলাজাল দিয়ে মাছ ধরা হত।

১৯৮৬-৯০	বিলের আসে পাশে তেমন কোন জলজ বৃক্ষের বাক ছিল না। মানুষ বিলের চারদিকের চাইল্লা বন কেটে নেওয়ায় বিলটি জলজ প্রানীর আশ্রয়স্থল নিরাপদহীন হয়ে পরে। পলি পরে বিলটি ভরাট হওয়ায় মাছের ও অন্যান্য জলজ প্রানীর আবাস কমে যায়। বিলটিতে প্রানী , উদ্ভিদ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব অনুজীব, প্রাথমিক মাধ্যমিক ও টারশিয়ারী খাদকের আন্ত:সম্পর্ক দিন দিন কমতে থাকায় সকল প্রানীর বৃদ্ধি ও আবাসের পরিবেশ ব্যহত হয়।বিলে বর্ষাকালে পানি থাকত প্রায় ১৫-১৬ এবং শুষ্ক মৌসুমে প্রায় ৬-৭ ফুট পানি থাকত। বিলের মাঝ খানটা আর আগের মত মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রানীর নিরাপদ আবাস হিসাবে থাকে না।	বিলটিতে সব ধরনের প্রানী যেমন মাছ পাখি অন্যান্য জলজ প্রানী ও বনের ঘাটতি দেখা দেয়। অনেক প্রজাতির খাবার ও আবাসের নিরাপত্তাহীনতায় অভিপ্রায়ন করে এবং বিভিন্ন দেশী প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত হয়ে যায়। ফলে এখানে একটি প্রানীও পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়। আগের মত শীতকালে অতিথি পাখি দেখা যায় না।	বাহিরের লোক স্থানীয় প্রশাসন থেকে লীজ গ্রহন করে মাছ চাষ করত। সাধারণ মানুষের মাছ ধরা বা অন্যান্য কাজে বিলটি ব্যবহারের সুযোগ ছিল না।	কোন দ্বন্দ্ব ছিল না।	বিল থেকে প্রায় ২৫-৩৫ মন মাছ পাওয়া যেত।	বর্ষা মৌসুমে কোনা জাল ও কারেন্ট জাল দিয়ে মাছ ধরা শুরু হয়। শুষ্ক মৌসুমে ঠেলাজাল দিয়ে মাছ ধরা হত।
১৯৯১-৯৫	বিলের আসে পাশে তেমন কোন জলজ বৃক্ষের বাক ছিল না। মানুষ বিলের চারদিকের চাইল্লা বন কেটে নেওয়ায় বিলটি জলজ প্রানীর আশ্রয়স্থল নিরাপদহীন হয়ে পরে। পলি পরে বিলটি ভরাট হওয়ায় মাছের ও অন্যান্য জলজ প্রানীর আবাস কমে যায়। বিলটিতে প্রানী , উদ্ভিদ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব অনুজীব, প্রাথমিক মাধ্যমিক ও টারশিয়ারী খাদকের আন্ত:সম্পর্ক দিন দিন কমতে থাকায় সকল প্রানীর বৃদ্ধি ও আবাসের পরিবেশ ব্যহত হয়।বিলে বর্ষাকালে পানি থাকত প্রায় ১৫-১৬ এবং শুষ্ক মৌসুমে প্রায় ৬-৭ ফুট পানি থাকত। বিলের মাঝ খানটা আর আগের মত মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রানীর নিরাপদ আবাস হিসাবে থাকে না।	বিলটিতে সব ধরনের প্রানী যেমন মাছ পাখি অন্যান্য জলজ প্রানী ও বনের ঘাটতি দেখা দেয়। অনেক প্রজাতির খাবার ও আবাসের নিরাপত্তাহীনতায় অভিপ্রায়ন করে এবং বিভিন্ন দেশী প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত হয়ে যায়। ফলে এখানে একটি প্রানীও পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়। আগের মত শীতকালে অতিথি পাখি দেখা যায় না।	বাহিরের লোক স্থানীয় প্রশাসন থেকে লীজ গ্রহন করে মাছ চাষ করত। সাধারণ মানুষের মাছ ধরা বা অন্যান্য কাজে বিলটি ব্যবহারের সুযোগ ছিল না।	কোন দ্বন্দ্ব ছিল না।	বিল থেকে প্রায় ২৫-৩৫ মন মাছ পাওয়া যেত।	বর্ষা মৌসুমে কোনা জাল ও কারেন্ট জাল দিয়ে মাছ ধরা শুরু হয়। শুষ্ক মৌসুমে ঠেলাজাল দিয়ে মাছ ধরা হত।

১৯৯৬-২০০০	বিলের আসে পাশে তেমন কোন জলজ বৃক্ষের বাক ছিল না। মানুষ বিলের চারদিকের চাইল্লা বন কেটে নেওয়ায় বিলটি জলজ প্রানীর আশ্রয়স্থল নিরাপদহীন হয়ে পরে। পলি পরে বিলটি ভরাট হওয়ায় মাছের ও অন্যান্য জলজ প্রানীর আবাস কমে যায়। বিলটিতে প্রানী , উদ্ভিদ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব অনুজীব, প্রাথমিক মাধ্যমিক ও টারশিয়ারী খাদকের আন্ত:সম্পর্ক দিন দিন কমতে থাকায় সকল প্রানীর বৃদ্ধি ও আবাসের পরিবেশ ব্যহত হয়।বিলে বর্ষাকালে পানি থাকত প্রায় ১৫-১৬ এবং শুষ্ক মৌসুমে প্রায় ৬-৭ ফুট পানি থাকত। বিলের মাঝ খানটা আর আগের মত মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রানীর নিরাপদ আবাস হিসাবে থাকে না।	বিলটিতে সব ধরনের প্রানী যেমন মাছ পাখি অন্যান্য জলজ প্রানী ও বনের ঘাটতি দেখা দেয়। অনেক প্রজাতির খাবার ও আবাসের নিরাপত্তাহীনতায় অভিপ্রায়ন করে এবং বিভিন্ন দেশী প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত হয়ে যায়। ফলে এখানে একটি প্রানীও পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়। আগের মত শীতকালে অতিথি পাখি দেখা যায় না।	বাহিরের লোক স্থানীয় প্রশাসন থেকে লীজ গ্রহন করে মাছ চাষ করত। সাধারণ মানুষের মাছ ধরা বা অন্যান্য কাজে বিলটি ব্যবহারের সুযোগ ছিল না।	কোন দ্বন্দ্ব ছিল না।	বিল থেকে প্রায় ২৫-৩৫ মন মাছ পাওয়া যেত।	বর্ষা মৌসুমে কোনা জাল ও কারেন্ট জাল দিয়ে মাছ ধরা শুরু হয়। শুষ্ক মৌসুমে ঠেলাজাল,বিল সেচে মাছ ধরা হয়।
২০০০-২০০৪	বিলের আসে পাশে তেমন কোন জলজ বৃক্ষের বাক ছিল না। মানুষ বিলের চারদিকের চাইল্লা বন কেটে নেওয়ায় বিলটি জলজ প্রানীর আশ্রয়স্থল নিরাপদহীন হয়ে পরে। পলি পরে বিলটি ভরাট হওয়ায় মাছের ও অন্যান্য জলজ প্রানীর আবাস কমে যায়। বিলটিতে প্রানী , উদ্ভিদ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব অনুজীব, প্রাথমিক মাধ্যমিক ও টারশিয়ারী খাদকের আন্ত:সম্পর্ক দিন দিন কমতে থাকায় সকল প্রানীর বৃদ্ধি ও আবাসের পরিবেশ ব্যহত হয়।বিলে বর্ষাকালে পানি থাকত প্রায় ১৫-১৬ এবং শুষ্ক মৌসুমে প্রায় ৬-৭ ফুট পানি থাকত। বিলের মাঝ খানটা আর আগের মত মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রানীর নিরাপদ আবাস হিসাবে থাকে না।	বিলটিতে সব ধরনের প্রানী যেমন মাছ পাখি অন্যান্য জলজ প্রানী ও বনের ঘাটতি দেখা দেয়। অনেক প্রজাতির খাবার ও আবাসের নিরাপত্তাহীনতায় অভিপ্রায়ন করে এবং বিভিন্ন দেশী প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত হয়ে যায়। ফলে এখানে একটি প্রানীও পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়। আগের মত শীতকালে অতিথি পাখি দেখা যায় না।	বাহিরের লোক স্থানীয় প্রশাসন থেকে লীজ গ্রহন করে মাছ চাষ করত। সাধারণ মানুষের মাছ ধরা বা অন্যান্য কাজে বিলটি ব্যবহারের সুযোগ ছিল না।	কোন দ্বন্দ্ব ছিল না।	বিল থেকে প্রায় ২০-৩০ মন মাছ পাওয়া যায়।	বর্ষা মৌসুমে কোনা জাল ও কারেন্ট জাল দিয়ে মাছ ধরা শুরু হয়। শুষ্ক মৌসুমে ঠেলাজাল,বিল সেচে মাছ ধরা হয়। রাসায়নিক পদ্ধতিতে ও মাছ ধরা হয়।

বিল ব্যবস্থাপনা মৌসম পুঞ্জিকা
জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ।

কার্য্যক্রম	মাস											
	বৈশাখ	জৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্ত্তিক	অগ্রহায়ন	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
১.প্রজনন কাল												
২.পোনা মজুদ												
৩.মোবাইল কোর্ট												
৪. সীমানা নির্ধারণ												
৫.কাঠা দেওয়া												
৬. পাহারা দেওয়া												
৭.আংশিক মাছ ধরা												
৮.সম্পূর্ণ মাছ ধরা												
৯.মৎস্য জীবীদের সংকট কাল												
১০জলজ বৃক্ষ রোপন												
১১.বিল পুনঃখনন												

প্রকটঃ

প্রচ্ছন্নঃ